হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মীকাত ও এহরাম

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

এহরাম ও তালবিয়া

তালবিয়ার মাধ্যমেই কার্যত হজ্জ ও উমরায় প্রবেশের ঘোষণা দেয়া হয়। সে হিসেবে তালবিয়াকে হজ্জের স্লোগান বলা হয়েছে[1] তালবিয়ার শব্দমালা নিম্নরূপ—

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكْ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكْ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ ، لا شَرِيْكَ لَكْ

'আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজতবও, তোমার কোনো শরিক নেই।'[2] ইবনে ওমর বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এ-শব্দমালায় আর কিছু বাড়াতেন না' আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা মতে তালবিয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ 'আমি হাজির সত্য ইলাহ আমি হাজির'।[3]

এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেয়া, ও তাঁর লা-শরিক হওয়ার ঘোষণা বার বার উচ্চারিত হয় তালবিয়ার শব্দমালায়। তালবিয়া যেন সকল পৌত্তলিকতা, প্রতিমা-পূজা, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সমীপে হীনতা দ্বীনতা প্রকাশের বিরুদ্ধে এক অমোঘ ঘোষণা যা নবী-রাসূল পাঠানোর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। যে ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ ঘটতে দেখা যায় রাসূলুল্লাহর (ﷺ)শিরক ও মুশরিকদের সকল কর্মকান্ড থেকে দায়-মুক্তি ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা পড়ে শোনানোর মাধ্যমে।

শুধু তালবিয়া নয় বরং অন্যান্য হজ্জকর্মেও তাওহীদ চর্চা প্রচন্ডভাবে দৃশ্যমান। তাওয়াফ শেষে যে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয় সেখানেও তাওহীদ চর্চার বিষয়টি প্রকাশমান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এ দু রাকাত সালাত আদায়ের সময় 'সূরা ইখলাস' ও 'সূরা আল-কাফিরুন' পাঠ করেছেন,[4] এ দুটি সূরাতে তাওহীদের বাণী স্পষ্ট আকারে উচ্চারিত হয়েছে। জাবের (রা) বলেন: ''তিনি (ﷺ)এ-দু'রাকাতে তাওহীদভিত্তিক সূরা ও 'কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' তিলাওয়াত করলেন''।[5] অন্য এক বর্ণনায় তিনি ইখলাসের দুই সূরা ''কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' ও 'কুল হুআল্লাহু আহাদ', তিলাওয়াত করেন''।[6]

সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দোয়া একত্ববাদের সাথে হজ্জের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে। জাবেরের (রাঃ) এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)সাফায় আরোহণ করলেন, কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হল, তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের কথা বললেন, তাঁর বড়োত্বের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন—

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি

তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, ও শত্রু দলকে একাই পরাভূত করেছেন।' মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ করলেন।[7]

আরাফার দোয়া ও রিজিকসমূহেও তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, 'উত্তম দোয়া আরাফা দিবসের দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম কথাটি হলো:

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।[8]

হজ্জকারীদের—এমন কি ব্যাপকার্থে—মুসলমানদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বিচিত্র ধরনের বেদআত, কুসংস্কার ও শিরকের ধূম্রজালে জড়িয়ে রয়েছে অনেকেই। এই জন্য ওলামা ও আল্লাহর পথে আহবায়কদের উচিৎ তালবিয়ার ভাব ও আদর্শ হাজি সাহেবদেরকে বেশি বেশি বলা। তালবিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী সবাইকে জীবন গড়তে উৎসাহিত করা।

ফুটনোট

[1] - ইবনু খুযাইমাহ : হাদিস নং ২৬২৮

[2] - বোখারি : হাদিস নং ৫৪৬০

[3] - ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৯২০

[4] - আবু দাউদ : হদীস নং ১৯০৯

[5] - আবু দাউদ : হাদিস নং ১৯১৯

[6] - তিরমিযী : হাদিস নং ৮৬৯

[7] - মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮

[8] - তিরমিযি, হাদিস নং ৩৫৮৫, মুহাদ্দীস আলবানী এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রঃ সহিহ সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং ২৮৩৭

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3475

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন